বালুমহাল
জলমহাল
হাট-বাজার
কৃষি ও অকৃষি
খাসজমি
ব্যবস্থাপনা

মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

পৃষ্ঠা নম্বর

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১৫

২। সংজ্ঞা ১৫

৩। আইনের প্রাধান্য ১৬

৪। কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ ১৬

৫। ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ১৭

৬। একক কর্তৃপক্ষ ১৭

৭। সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলি ১৭

৭ক। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বালু বা মাটি উত্তোলন ১৮

৭খ। উত্তোলিত বালু রক্ষণাবেক্ষণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ ১৮

৮। বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান ১৮

৯। বালুমহাল ঘোষণা ও বিলুপ্তকরণ ১৮

১০। বালুমহাল ইজারা প্রদান, ইত্যাদি ২০

১১। ইজারা বহির্ভূত বালুমহাল হইতে সরকারি রাজস্ব আদায় ২১

১২। জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২১

১৩। বালুমহাল ইজারার মেয়াদ ২১

১৪। ইজারা বাতিল ও আপিল ২১

১৫। অপরাধ, বিচার ও দন্ড ২২

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ২২

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ ২২

অধ্যায়-২

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ ২২

বদ্ধ সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন ৪২

হাট ও বাজার (স্থাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ব্যাপ্তি এবং প্রয়োগ ৪৮
২। হাট ও বাজার স্থাপনের নিমিত্তে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে ৪৮
৩। সরকার কর্তৃক হাট এবং বাজার অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ক্ষমতা ৪৮
৪। ব্যাখ্যা ৪৯
৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ৪৯

হাট-বাজার ইজারা ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০২

১। হাট বাজারের ইজারা প্রদান পদ্ধতি ৪৯
২। টেন্ডার পদ্ধতি ৫১
৩। হাট-বাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালব্ধ অর্থ বন্টন পদ্ধতি ৫৭
৪। হাট-বাজার সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ৫৯
৫। হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫৯
৬। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাসিক রাজস্ব সভায় পর্যালোচনা ৬২
৭। মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনকে প্রতি জেলায় একটি হাটের লব্ধ আয় প্রদান ৬২
৮। উপজেলা ৬৪
৯। হাট-বাজার ইজারা ৬৫
১০। সরকারি অর্থে মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান নির্মাণ ৬৬
১১। সরকারের সিদ্ধান্ত ৬৬
১২। কার্যকরকরণ ৬৬

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ৬৭
২। সংজ্ঞা ৬৭
৩। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ৬৮
৪। ধারা ৫ এর প্রাধান্য ৬৮
৫। বিশেষ বিধান ৬৮
৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ৭০
৭। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ৭০
- বালুমহাল ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে (৩০/০৫/২০০৫ইং) ৭১
- জলমহাল/পুকুর/দীঘি ইত্যাদি লীজের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে শর্তারোপ প্রসঙ্গে (০৮/০৮/২০০৫) ৭২
- বালুমহাল ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে (৯/০৭/২০০৬ইং) ৭২
- সরকারি জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ইজারার ক্ষেত্রে

দরপত্র দাখিলের সময় উদ্ধৃত্ত মূল্যের উপর ১০% জামানত হিসাবে (Earnest Money) জমা প্রদান প্রসঙ্গে (২৫/০১/১৯৯৫) ৭৩

- যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সব খাসবদ্ধ জলাশয় ব্যবহার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে সে সব জলাশয় ব্যবহারের নীতিমালা অনুসরণ প্রসঙ্গে (০৯/০৪/২০০৫ইং) ৭৪
- হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশমালা (২০/০৪/৯৪ইং) ৭৫

সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজার মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা, ২০১০

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ৮০
২। সংজ্ঞা ৮০
৩। সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ ৮০
৪। বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি ৮১
৫। বাজার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ৮১
৬। ১ মে ২০১০ হইতে ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে বাজার মূল্য নির্ধারণ ৮৩
৭। সরকার কর্তৃক রেফারেন্স প্রেরণ ৮৪
৮। জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস পরিদর্শন ৮৪
৯। রহিতকরণ ও হেফাজত ৮৪

অধ্যায়-৩

অ-কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা, ১৯৯৫

(ক) ভূমিকা ৮৫
(খ) সংজ্ঞা ৮৫
(গ) অ-কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের নীতিমালা ৮৬
(ঘ) প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত কার্যক্রম ৯০
(ঙ) যে সকল কারণে বন্দোবস্ত বাতিল হইবে ৯০
(চ) দীর্ঘ মেয়াদী খাস জমি বন্দোবস্ত ৯১
(ছ) জমির দখল প্রদানের তারিখ ৯১
(জ) সরকারী সিদ্ধান্ত ৯১
(ঝ) সার্কুলার ৯১
(ঞ) নীতিমালা পরিবর্তন ৯১
(ট) জেলা অনুসারে নীতিমালা পরিবর্তন ৯১

অধ্যায়-৪

কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭

কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ ৯২

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ এর সংশোধন ১০২

অধ্যায়-৫

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১০৫
২। সংজ্ঞা ১০৫
৩। আইনের প্রাধান্য ১০৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
অধিগ্রহণ

৪। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারি ১০৬
৫। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি ১০৭
৬। অধিগ্রহণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১০৮
৭। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান ১০৮
৮। জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত ১০৯
৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি ১১০
১০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যে সকল বিষয় বিবেচ্য নয় ১১১
১১। ক্ষতিপূরণ প্রদান ১১১
১২। বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ১১২
১৩। অধিগ্রহণ এবং দখল গ্রহণ ১১২
১৪। অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল অথবা প্রত্যাহার ১১২
১৫। ঘর-বাড়ি অথবা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণ ১১৩
১৬। বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ১১৩
১৭। অধিগ্রহণকৃত জমি বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হস্তান্তর ১১৩
১৮। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনরুদ্ধার ১১৩
১৯। অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার ১১৩

তৃতীয় অধ্যায়
হুকুম দখল

২০। স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল ১১৪
২১। আদেশ সংশোধন ১১৫
২২। জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত ১১৫
২৩। ক্ষতিপূরণ প্রদান ১১৬
২৪। হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আদায় ১১৬
২৫। হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ১১৬
২৬। হুকুমদখল অবমুক্তকরণ ১১৬
২৭। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ ১১৭
২৮। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রযোজ্য নয় ১১৮

চতুর্থ অধ্যায়
আরবিট্রেশন

২৯। আরবিট্রেটর নিয়োগ ১১৮
৩০। আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন ১১৮
৩১। শুনানির নোটিশ ১১৮
৩২। কার্যধারার পরিধি ১১৮
৩৩। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আরবিট্রেটরের কর্মপদ্ধতি ১১৮
৩৪। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ ১১৯
৩৫। মামলার ব্যয় ১১৯
৩৬। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল ১১৯
৩৭। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ১২০
৩৮। ২০০১ সনের ১ নং আইনের অপ্রযোজ্যতা ১২০

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

৩৯। জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানি আদালতের কতিপয় ক্ষমতা ১২০
৪০। প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা ১২০
৪১। তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা ১২১
৪২। নোটিশ ও আদেশ জারি ১২১
৪৩। দণ্ড ১২২
৪৪। দখল সমর্পণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ১২২

৪৫। স্ট্যাম্প ডিউটি ও ফিস হইতে অব্যাহতি ১২২
৪৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ ১২২
৪৭। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ১২২
৪৮। ক্ষমতা অর্পণ ১২২
৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৩
৫০। রহিতকরণ ও হেফাজত ১২৩
৫১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ১২৩

অধ্যায়-৬

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ১২৪
২। সংজ্ঞা ১২৫
৩। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ১২৫
৪। আইনের প্রাধান্য ১২৫
৫। বিশেষ বিধান ১২৫
৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৬

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) (ক্ষতিপূরণ-দাবী প্রত্যাখ্যান) বিধিমালা, ১৯৯৫

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ১২৭
২। সংজ্ঞা ১২৭
৩। ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় পদ্ধতি ১২৭
৪। তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ১২৮
৫। আলোকচিত্র গ্রহণ ১২৯
৬। নোটিশ বাধ্যতামূলক নয় ১২৯

অধ্যায়-৭

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমনিকা/অনুসরনিকা ১৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম ১৩২
তৃতীয় অধ্যায়—অধিগ্রহণ কার্যক্রম ১৩৮
চতুর্থ অধ্যায়—ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ ১৪০
পঞ্চম অধ্যায়—অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারী ১৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—আরবিট্রেশন ১৪৫

অধ্যায়-৭
বিবিধ ১৪৬
• ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে আবাদী ও আবাদযোগ্য জমি পরিহার প্রসঙ্গে ৩১/০৩/১৯৯২ইং) ১৫২
• Requisition এবং Acquisition শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ও ঘ ফরম সংক্রান্ত (০৬/০১/৯৩ইং) ১৫৩
• বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসঙ্গে (৩০/০৫/৯৪ইং) ১৫৬
• দপ্তর/স্থাপনা স্থানান্তরের জন্য নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বতন জমি কালেক্টরের বরাবর সমর্পণ করিবে মর্মে অঙ্গীকার নামা প্রদান প্রসঙ্গে (০৫/০৭/৯৪ইং) ১৫৭
• হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহার প্রসঙ্গে (২৬/১০/৯৪ইং) ১৫৮
• এল.এ.কেসের আনুসাঙ্গিক খরচ বাবদ অর্থ আদায়করণ প্রসঙ্গে (৩০/১০/৯৪ইং) ১৬০
• পানি উন্নয়ন বোর্ডের এল.এ.কেসের নথি প্রেরণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে (১৪/১১/৯৪ইং) ১৬১
• ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে (১৪/০৩/৯৫ইং) ১৬৩
• অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারি জমি হস্তান্তর পদ্ধতি ও বিভিন্ন স্তরে গৃহীতব্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে (১৪/৩/৯৫ইং) ১৬৩

অষ্টম অধ্যায়—ফরমস্ ও রেজিস্টার
ফরম ক থেকে ঘ পর্যন্ত ১৬৭-১৯২

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ১৯৩
২। সংজ্ঞা ১৯৩
৩। ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন সংক্রান্ত বিধান, ইত্যাদি ১৯৩
৪। জেলা কমিটি গঠন, ইত্যাদি ১৯৫
৫। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ১৯৫
৬। জাতীয় কমিটি ১৯৬
৭। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ১৯৭
৮। বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান ১৯৭
৯। তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি ১৯৮

১০। দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ ১৯৮
১১। ইজারা বাতিল ও আপীল ২০০

পরিশিষ্ট-'ক'

উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহাল হইতে বালু উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম। ২০১

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ ২০৩

পরিশিষ্ট-'খ'

নদীর তলদেশ হইতে ড্রেজিং পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম ২০৪

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ ২০৬

পরিশিষ্ট-'গ'

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম। ২০৭

পরিশিষ্ট 'ঘ'

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির শর্তাবলী ২০৮

সরকারি হাটবাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা-২০০৮

তাং ০৭/০২/২০০৮ ইং

১। হাটবাজারের ইজারা প্রদান পদ্ধতি ঃ ২১০
(১) ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ ২১০
(২) ইজারা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ ২১১
(৩) টেন্ডার পদ্ধতি ঃ ২১২
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ঃ ২১৫
২। আপত্তি/আপীল নিস্পত্তি ঃ ২১৯
৩। ইজারাদারের দায়-দায়িত্ব ঃ ২২০
৪। হাটবাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালব্ধ অর্থ বন্টন পদ্ধতি ঃ ২২০
৫। হাটবাজার সম্পর্কিক জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ঃ ২২২
৬। হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ২২৩
(১) হাটবাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ ২২৩
(ক) গঠন পদ্ধতি ঃ ২২৩
(খ) দায়িত্ব ঃ ২২৪
(২) উপজেলা হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ ২২৪

(ক) গঠন পদ্ধতি ঃ ২২৪
(খ) দায়িত্ব ঃ ২২৫
(৩) পৌরসভা হাটবাজার ব্যস্থাপনা কমিটি ঃ ২২৫
(ক) গঠন পদ্ধতি ঃ ২২৫
(খ) দায়িত্ব ঃ ২২৬
(৪) সিটি কর্পোরেশনের হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ ২২৬
(ক) গঠন পদ্ধতি ঃ ২২৬
(খ) দায়িত্ব ঃ ২২৭
(৫) কোরাম ঃ ২২৭
৭। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাসিক রাজস্ব সভায় পর্যালোচনা ঃ ২২৭
৮। ইজারা ক্ষমতা বাতিল ও ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ ২২৭
৯। (ক) আয়কর ঃ ২২৮
(খ) মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ঃ ২২৮

পরিশিষ্ট ক

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মনোগ্রাম ও নাম ২৩০

পরিশিষ্ট খ

অফিসের নাম ২৩৩
হাটবাজার ইজারা চুক্তি দলিল ২৩৩
- উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল প্রাপ্তির আবেদন দাখিল ও ইজারা মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি। (তাং ১১/০৮/২০১৫ইং) ২৩৬
- কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার সংশোধন। (২২/০২/২০১৫ ইং) ২৩৮
- ভূমি উন্নয়ন করের পরিবর্তিত হার (তাং ৩০/০৬/২০১৫ ইং) ২৩৯

ফলবাগান ইজারা নীতিমালা-২০১৪ (তাং ১৯/০৫/২০১৫ ইং) ২৪৩

খাসজমি সংক্রান্ত পরিপত্র (১৪ নভেম্বর ২০১৯) ২৪৬

- উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত আবেদন দাখিল/প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত কাগজপত্রাদির চেকলিস্ট (২৪ এপ্রিল ২০১৯) ২৪৯
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহাল ছয় বৎসর মেয়াদে ইজারা ব্যবস্থাপনা (১৭ আগস্ট ২০১৭) ২৫২
- **উচ্চতর আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত** ২৫৬
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন ২০ একরের উর্ধ্বের এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি বদ্ধ জলমহালের তথ্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে (২৯-০২-২০২৪খ্রিঃ) ২৫৯

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৬২ নং আইন)

বালুমহাল ইজারা প্রদান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হইতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, উহার নিয়ন্ত্রণ, এতদ্‌সংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন এবং বালুমহাল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত একক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।-(১) এই আইন বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "**ইজারাগ্রহীতা**" অর্থ এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক হইতে বালুমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২) "**ইজারামূল্য**" অর্থ এই আইনের অধীন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু বা মাটি উত্তোলনের বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ;

(৩) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ ধারা ৬ এ বর্ণিত বালুমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;

(৪) "**খনিজ বালু**" অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ভারী খনিজ পদার্থ (heavy mineral) (যেমন Zircon, Rutile, Illmenite, Monazite, ইত্যাদি) সমৃদ্ধ বালু;

[(৪ক) "**জেলা প্রশাসক**" অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।]

(৫) "**ফৌজদারী কার্যবিধি**" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) "**বালু**" অর্থ খনিজ বালু ও সিলিকা বালু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বালু;

[(৭) "**বালুমহাল**" অর্থ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখিয়া আহরণযোগ্য বা উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ যাহা এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।]

(৮) "**বিধি**" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) "**বিভাগীয় কমিশনার**" অর্থ বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;

(১০) "**মাটি**" অর্থ মটলড্ ক্লে, শেল বা ক্লে এবং চায়না ক্লে (Fire clay or White clay) ব্যতীত অন্যান্য মাটি বা বালু মিশ্রিত মাটি;

(১১) "**রাজস্ব অফিসার**" অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act XXVIII of 1951) এর section 2(24) এ এ সংজ্ঞায়িত Revenue officer;

(১২) "**সিলিকা বালু**" অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সিলিকন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ বালু।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।-Ports Act, 1908 (Act XV of 1908), Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E. P. Ord. No. LXXV of 1958), খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) অথবা অন্য কোন আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা অন্য কোন আদেশ, প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনায় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

[৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ**।-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ হইতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না, যদি—

(ক) উহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়;

(খ) উহা সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হয় অথবা আবাসিক এলাকা হইতে সর্বনিম্ন ১(এক) কিলোমিটার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে হয়;

(গ) বালু বা মাটি উত্তোলন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোনো নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার হয়;

(ঘ) ড্রেজিংয়ের ফলে কোনো স্থানে স্থাপিত কোনো গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ-লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন-লাইন বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদ্ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকে;

(ঙ) উহা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত বা নির্ধারিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ, খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নির্মিত জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ বা নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত পরিকাঠামো বা অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা হয়;

(চ) চা বাগান, পাহাড় বা টিলার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ছ) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, জলজ ও স্থলজ প্রাণি, ফসলি জমি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হয় বা হইবার আশংকা থাকে;

(জ) বালু বা মাটি উত্তোলনের কারণে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক নির্ধারিত নৌ-পথের নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা নৌ-চ্যানেল বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে; এবং

(ঝ) উহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত এলাকা বা সীমানা বা বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হয়।]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।]

৫। **ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান**।-(১) পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(২) নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে, সুইং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে (River Bed Uniform Level) খনন করা যায় এইরূপ ড্রেজার ব্যবহার করতঃ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না।

৬। **একক কর্তৃপক্ষ**।-(১) দেশের যে কোন চর এলাকা অথবা যে কোন স্থলভাগ হইতে বালু বা মাটি সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং সরকারি যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল-বিল প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তোলিত বালু বা মাটির বিপণনের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত বিপণনের জন্য একক কর্তৃপক্ষ হইবে ভূমি মন্ত্রণালয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় করিবে।

[৭। **সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলি**।-(১) সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বালু বা মাটি উত্তোলন ও ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(২) সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে বালু বা মাটি উত্তোলন, পরিবহণ, বিক্রয় ও সরবরাহের অনুমোদনের ক্ষেত্রে বালু ভরাট বাবদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা প্রকল্পের নির্ধারিত অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে উক্তরূপ কাজে কোনো অর্থ বরাদ্দ না থাকিলে সংশ্লিষ্ট জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উত্তোলিত বালু বা মাটির পরিমাণ ও রেট নির্ধারণ করিবে।

(৩) কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল, বিল, ইত্যাদি স্থান হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে বা নদী খনন প্রকল্প গৃহীত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই এতদসংক্রান্ত এলাকা বালুমহাল হিসাবে ইজারা বহির্ভূত রাখিবার সম্ভাব্য সময় এবং উহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ সম্পর্কে ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

৭ক। **ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বালু বা মাটি উত্তোলন**।-কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না, যদি—

(ক) উহা উর্বর কৃষি জমি হয়;

(খ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হয়;

(গ) কৃষি জমির উর্বর উপরিভাগের মাটি বিনষ্ট হয়;

(ঘ) পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হয়; বা

(ঙ) ড্রেজারের মাধ্যমে বা অন্য কোনো কৌশলী প্রক্রিয়ায় বালু বা মাটি উত্তোলন করা হয়, যাহাতে উক্ত জমিসহ পার্শ্ববর্তী অন্য জমির ক্ষতি, চ্যুতি বা ধসের উদ্ভব হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি তাহার বসত বাড়ি নির্মাণ বা স্বীয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিক্রমে নিজ মালিকানাধীন ভূমি হইতে সীমিত পরিসরে বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে পারিবেন।

৭খ। **উত্তোলিত বালু রক্ষণাবেক্ষণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ**।-এই আইনের অন্য কোনো ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) ইজারা গ্রহীতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উত্তোলিত বালু বা মাটি কোনোক্রমেই সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা রাস্তা সংলগ্ন স্থান, খেলার মাঠ, পার্ক বা উন্মুক্ত স্থানে স্তূপ আকারে রাখিয়া স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) ইজারা গ্রহীতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উত্তোলিত বালু বা মাটি সংশ্লিষ্ট মালিক বা আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় জনগণের জায়গা জমিতে বা সরকারের জায়গা জমিতে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠ, আঙ্গিনা বা জায়গা জমিতে স্তূপ আকারে রাখিতে পারিবেন না।]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা ধারা ৭এর পরিবর্তে ৭,৭ক এবং ৭খ প্রতিস্থাপিত।]

৮। **বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান**।-(১) সরকার কর্তৃক সময় সময়, প্রণীত রপ্তানি নীতি আদেশের বিধান অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **বালুমহাল ঘোষণা ও বিলুপ্তকরণ**।-(১) বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসককে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে—

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজস্ব অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন করাইয়া ট্রেসম্যাপ ও তফসিলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন;

[(খ) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথ যেই স্থানে বালু বা মাটি রহিয়াছে সেই স্থানে বিআইডব্লিউটিএ এর মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক

জরিপ পরিচালনাপূর্বক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন, তবে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক উক্ত জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব না হইলে, পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা কর্তৃক জরিপ সম্পন্ন করা যাইবে;]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।]

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন গৃহীত প্রতিবেদনের আলোকে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক পরিবেশ, পাহাড় ধ্বস, ভূমি ধ্বস অথবা নদী বা খালের পানির গ্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনার (যথাঃ ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাটবাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ, ইত্যাদি) এবং আবাসিক এলাকার কোনো ক্ষতি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন।

[৩) কোনো বালুমহালে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি না থাকিলে, বা বালু বা মাটি উত্তোলন করিবার ফলে পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট বা সরকারি বা বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা জনস্বাস্থ্য বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিলে অথবা উত্তোলিত বালু পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি রাস্তা না থাকিলে বা এইরূপ বালু পরিবহণের কারণে বিদ্যমান সরকারি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইজারাগ্রহীতা স্বীয় উদ্যোগে বা স্বীয় অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট রাস্তা মেরামত বা রাস্তা না থাকিলে তৈরি করিতে সম্মত না হইলে, জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট উক্ত বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন।]

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।]

(৪) এই ধারার অধীন বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণ কিংবা বিলুপ্তি ঘোষণা সম্পর্কিত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বা, ক্ষেত্রমত, সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক, অনুমোদন করিতে পারিবেন, বা সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন লাভ করিলে জেলা প্রশাসক [জনস্বার্থে] নির্ধারিত পদ্ধতিতে বালুমহাল ঘোষণা বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্তিক্রমে উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন।

[২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন বলে 'জেলা প্রশাসক' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত।]

(৬) এই ধারার অধীন কোন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে উহা অবহিত করিবেন।

(৭) এই ধারার অধীন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্তির আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের নিকট আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ঘোষিত বালুমহাল এইরূপে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন চিহ্নিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যায়-২

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা নং-৭
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জুন ২০০৯

নং ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(জল)/০২/২০০৯-১৯১—দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন।

২. প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞা ঃ

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

(গ) জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

৩. সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ঃ

(ক) সমঝোতা স্মারকের (MOU) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা